বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১জে-১০/২০১৭ (অংশ-১)-১০০১১ জে, তারিখ: ০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ২২ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: পিরোজপুর জেলা জজশীপের অবসরপ্রাপ্ত নাজির জনাব মোঃ মামুন আলমের স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত আর্থিক সাহায্যের আবেদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: জেলা ও দায়রা জজ-এর কার্যালয়, পিরোজপুর এর গত ০৩.১০.২০২২ খ্রিস্টাব্দের ১০.০৮.৭৯০০.০০১.৫৪.২০২২-৩৪৬ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মোঃ মামুন আলম তার আবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি পিরোজপুর জেলা জজশীপে জেলা নাজির পদ হতে বিগত ০১.০১.২০২২ খ্রিঃ অবসর গ্রহণ করেন। তার স্ত্রী দিবা আলমের শারীরিক অসুস্থতার জন্য ২০১৭ খ্রিঃ সনের জুন মাসে ল্যাব এইড হাসপাতাল, ঢাকাতে চিকিৎসা করান এবং থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয় জানতে পারেন। থ্যালাসেমিয়া রোগের উন্নত চিকিৎসার জন্য তার স্ত্রীকে ভারতের সিএমসি হাসপাতাল, ভেলোরে ২০১৮ খ্রিঃ সনে ০২(দুই) বার চিকিৎসা করান। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া রোগের কোন উন্নতি না হওয়ায় পরবর্তীতে ২০১৯ খ্রিঃ সনে চেন্নাই এর এমজিএম হাসপাতালের ডাঃ নাগরাজকে দেখান। তাঁর দেয়া ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী প্রতিমাসে প্রায় ৩০,০০০(ত্রিশ হাজার) টাকার ঔষধ ক্রয় করতে হয়। ভেলোরের সিএমসি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রায় ০২(দুই) মাস ভেলোরে এবং চেন্নাই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ১৫(পনের) দিন চেন্নাইতে অবস্থান করেন। ভেলোর এবং চেন্নাই অবস্থানের জন্য থাকা-খাবার খরচ, ডাক্তারের ফিঃ এবং ঔষধ ইত্যাদি বাবদ ইতোমধ্যে আনুমানিক ৬,০০,০০০(ছয় লক্ষ) টাকার উর্দ্ধে খরচ হয়েছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির জন্য যথাসময়ে ঔষধ পত্র সংগ্রহ করে দিতে না পারায় শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে ২০২০ এবং ২০২১ সনে ঢাকা সিএমএইচ হাসপাতালে কর্নেল (ডাঃ) মোঃ মোস্ত ফিল করিম-কে দেখান। তিনি জানান যে, থ্যালাসেমিয়া রোগের জন্য রক্ত শূণ্যতাসহ ব্যাক পেইন হয়। তাঁর দেয়া ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধপত্র সেবন করান। আর্থিক সংকটের কারণে ডাক্তার দেখাতে না পারায় শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে ২০২২ সনের ০১.০৩.২০২২ খ্রিঃ তারিখ ঢাকা সিএমএইচ হাসপাতালের কর্নেল (ডাঃ) মোঃ মোস্তাফিল করিমকে পুনরায় দেখান এবং ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক ঔষধ সেবন করান। কর্নেল (ডাঃ) মোঃ মোস্তাফিল বিগত ০৩.০৩.২০২২ খ্রিঃ তারিখ একখানা পরামর্শ পত্র দিয়ে জানান যে, থ্যালাসেমিয়া রোগ থেকে মুক্তি পেতে আনুমানিক ১০,০০,০০০(দশ লক্ষ) টাকা ব্যয় হবে। যা তার পক্ষে সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব নয়। তিনি পিরোজপুর জেলা জজশীপে স্বল্প বেতনভূক্ত একজন কর্মচারী ছিলেন। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত। স্বল্প বেতন দ্বারা তিন কন্যা সন্তানের লেখাপড়ার খরচ, ভাই-বোনদের লেখাপড়ার খরচ এবং সাংসারিক খরচ করার পর তার স্ত্রীর চিকিৎসা করার আর্থিক সামর্থ নেই। তাছাড়া ইতোপূর্বে স্ত্রীর চিকিৎসা করানোর কারণে প্রায় ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকার বেশী ঋণগ্রস্থ হয়েছেন। এমতাবস্থায় তার স্ত্রীর চিকিৎসার নিমিত্ত স্ব-হৃদয় ও মানবিক দিক বিবেচনা করতঃ চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছেন।

০২। এমতাবস্থায়, উক্ত জজশীপের অবসরপ্রাপ্ত নাজির জনাব মোঃ মামুন আলমের স্ত্রীর থ্যালাসেমিয়া রোগের ব্যয়সহ অন্যান্য ঔষধপত্র ক্রয়ের আর্থিক সাহায্যের আবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ করা হলো। একই সাথে আপনার অধীনস্থ একজন কর্মকর্তা-কে এতদ্‌উদ্দেশ্যে দায়িত্ব প্রদানক্রমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০২ (দুই) ফর্দ।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা:
জনাব মোঃ মামুন আলম
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, পিরোজপুর
সঞ্চয়ী হিসাব নং- ০৫০৮২০১০২২৪৩১
মোবাইল নং-০১৭১২২৮৪৪০৫ (বিকাশ পার্সোনাল নম্বর)

স্বা:/-
(মুন্সী মোঃ মশিয়ার রহমান)
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৫১৪৬৪৬
ই-মেইল: registrar_hcd@supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১জে-১০/২০১৭ (অংশ-১)-১০০১১ জে, তারিখ: ০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ২২ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,---------- ---------- (সকল)।
৩। মহানগর দায়রা জজ, ---------- (সকল)।
৪। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ----------(সকল)।
৫। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ---------- (সকল)।
৬। বিচারক (জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,------- ---------- (সকল)।
৭। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,--------- ---------- --------- (সকল)।
৮। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ---------- --------- (সকল)।
৯। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১০। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,---------- (সকল) ।
১১। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, ---------- (সকল)।
১৩। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত ----------(সকল)।
১৪। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ... (সকল)।
১৫। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ... (সকল)।
১৬। বিচারক (জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা ।
১৭। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,..... (সকল)।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের

১৮। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য় কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।
১৯। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২০। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
২১। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।
২২। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
২৩। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা ।
২৪। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা ।
২৫। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
২৬। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৭। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৮। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৯। মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৩০। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩১। যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩২। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৩। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
৩৪। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৫। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
৩৬। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
৩৭। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
৩৮। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
৩৯। আইন কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০। আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪১। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল/শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল.....(চেয়ারম্যান মহোদয় সমীপে উপস্থাপনের অনুরোধসহ)।
৪২। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৪৩। রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি।
৪৪। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব/একান্ত সচিব, হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৫। মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৬। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪৭। অফিস কপি।

RRahaman
22.11.22
(রাশেদুর রহমান)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)
ফোন: ০২২২৩৩৮১৯৩২

dextop/Help application

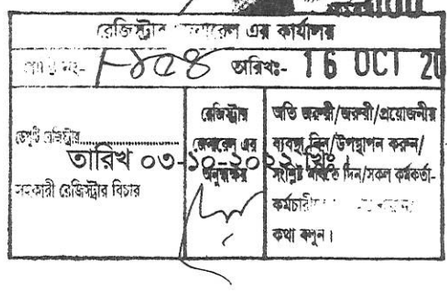

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা ও দায়রাজজের কার্যালয়
পিরোজপুর।

রেজিস্ট্রার জেনারেল এর কার্যালয়
... নং- F ৪৫৪ তারিখঃ- 16 OCT 2022
ডেপুটি রেজিস্ট্রার.................
সহকারী রেজিস্ট্রার বিচার
রেজিস্ট্রার জেনারেল এর অনুস্বাক্ষর
অতি জরুরী/জরুরী/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন/উপস্থাপন করুন/ সংশ্লিষ্ট শাখাকে দিন/সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী... কথা বলুন।

Rahaman
২৫.১০.২২

স্মারক নং ১০.০৮.৭৯০০.০০১.৫৪.২০২২- ৩৪৮ তারিখ ০৩-১০-২০২২ খ্রিঃ

প্রেরক ঃ মোহাঃ মহিদুজ্জামান
জেলা ও দায়রা জজ
পিরোজপুর।

প্রাপক ঃ মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল মহোদয়
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

বিষয় ঃ পিরোজপুর জেলা জজশীপের অবসরপ্রাপ্ত নাজির, জনাব মোঃ মামুন আলমের স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁর কর্তৃক দাখিলী আর্থিক সাহায্য পাবার আবেদনপত্র খানা প্রেরণ প্রসংগে।

মহোদয়

৫৪৩৭
৩০/১০

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে যথাযথ সম্মান প্রর্দশন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, পিরোজপুর জেলা জজশীপের অবসরপ্রাপ্ত নাজির, জনাব মোঃ মামুন আলমের স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁর কর্তৃক দাখিলী আর্থিক সাহায্য পাবার আবেদনপত্রখানা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অত্র সাথে প্রেরণ করা হলো।

বিনীত

(মোহাঃ মহিদুজ্জামান)
জেলা ও দায়রা জজ
পিরোজপুর।

সংযুক্তিঃ
১। আবেদন পত্র= ১(এক) খানা।
২। চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র ৩৫ ফর্দ।
৩। জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি-১(এক) ফর্দ।
৪। পাস পোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি -১(এক) কপি।
৫। পাসপোর্ট ও ভিসার সত্যায়িত ফটোকপি -৭(সাত)ফর্দ।

বরাবর,

মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল মহোদয়
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

মাধ্যম ঃ মাননীয় জেলা জজ মহোদয়
পিরোজপুর।

বিষয় ঃ আমার স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য আর্থিক সাহায্য পাবার আবেদন ।

জনাব,

বিষয় ঃ আমার স্ত্রী দিবা আলম এর থ্যালাসেমিয়া রোগের জন্য রক্ত শুণ্যতাসহ বেক পেইনের কারনে শারীরিক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসার ব্যয় নির্বারে নিমিত্ত আর্থিক সাহায্য পাবার আবেদন ।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মান প্রর্দশন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি পিরোজপুর জেলা জজশীপে জেলা নাজিরের কর্মরত থাকা অবস্থায় বিগত ০১-০১-২০২২ খ্রিঃ সরকারী চাকুরী হতে অরসর গ্রহন করি। আমার স্ত্রী দিবা আলম এর শারীরিক অসুস্থতার জন্য ২০১৭ খ্রিঃ সনের জুন মাসে ল্যাব এইড হাসপাতাল,ঢাকাতে চিকিৎসা করাই এবং থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয় জানতে পারি। । থ্যালাসেমিয়া রোগের উন্নত চিকিৎসার জন্য আমার স্ত্রীকে ভারতের সিএমসি হাসপাতাল ,ভেলোরে ২০১৮ খ্রিঃ সনে ২(দুই) বার চিকিৎসা করাই। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া রোগের কোন উন্নতি না হওয়া পরবর্তীতে ২০১৯ খ্রিঃ সনে চেন্নাই এর এমজিএম হাসপাতালের ডাঃ নাগরাজকে দেখাই। তাঁর দেয়া ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী প্রতিমাসে প্রায় ৩০,০০০(হাজার টাকার) টাকার ঔষধ ক্রয় করতে হয়। ভেলোরের সিএমসি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রায় ২(দুই)মাস ভেলোরে এবং চেন্নাই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ১৫(পনের) দিন চেন্নাইতে অবস্থান করি। ভেলোর এবং চেন্নাই অবস্থানের জন্য থাকা-খাবার খরচ, ডাক্তারের ফিঃ এবং ঔষধ ইত্যাদি বাবদ ইতিমধ্যে আনুমানিক ৬,০০,০০০(ছয় লক্ষ) টাকা উর্দ্ধে খরচ হয়েছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রার্দুভাব বৃদ্ধির জন্য যথাসময়ে ঔষধ পত্র সংগ্রহ করে দিতে না পারায় শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে ২০২০ এবং ২০২১ সনে ঢাকা সিএমএইচ হাসপাতালের কর্নেল (ডাঃ) মোঃ মোস্তাফিল করিম মহোদয়কে দেখাই । তিনি জানান যে, থ্যালাসেমিয়া রোগের জন্য রক্ত শুণ্যতাসহ ব্যাক পেইন হয়। তাঁর দেয়া ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ি ঔষধপত্র সেবন করাই। আর্থিক সংকটের কারনে ডাক্তার দেখাতে না পরায় শারিরীক অবস্থার আরো অবনতি হলে ২০২২ সনের ০১-৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ঢাকা সিএমএইচ হাসপাতালের কর্নেল (ডাঃ) মোঃ মোস্তাফিল মহোদয়কে পুনঃরায় দেখাই এবং ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক ঔষধ সেবন করাই। কর্নেল (ডাঃ) মোঃ মোস্তাফিল মহোদয় বিগত ০৩-০৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখ একখানা পরামর্শ পত্র দিয়ে জানান যে, থ্যালাসেমিয়া রোগ থেকে মুক্তি পেতে আনুমানিক ১০,০০,০০০(দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় হবে (কপি সংযুক্ত)। যা আমার পক্ষে সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব নয় । আমি পিরোজপুর জেলা জজশীপে স্বল্প বেতনভূক্ত একজন কর্মচারী ছিলাম। বর্তমানে আমি অরসরপ্রাপ্ত। স্বল্প বেতন দ্বারা তিন কন্যা সন্তানের লেখাপড়ার খরচ,ভাই-বোনদের লেখাপড়ার খরচ এবং সংসারি খরচ করার পর আমার স্ত্রীর চিকিৎসা করার আর্থিক সামর্থ আমার নেই। তাছাড়া ইতিপূর্বে স্ত্রীর চিকিৎসা করানোর কারনে প্রায় ৪,০০,০০০/০০(চার লক্ষ) টাকার বেশী ঋণগ্রস্থ হয়েছি।। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য পাবার জন্য মহোদয় সমীপে আকুল আবেদন করছি।

অতএব,মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন এই যে, আমার উপরোল্লিখিত যাবতীয় তথ্যাদি স্ব-হৃদয় ও মানবিক দিক বিবেচনা করতঃ আমার স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য আমি যাতে আর্থিক সাহায্য পেতে পারি তার ব্যবস্থা গ্রহনে মহোদয়ের সদয় মর্জি হয় ।

বিনীত

(মোঃ মামুন আলম)
নাজির(অবসরপ্রাপ্ত)
জেলা জজ আদালত,পিরোজপুর।

সংযুক্তিঃ
১ ।চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র ৪৪ ফর্দ।
২। জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি-১(এক) ফর্দ।
৩। পাস পোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি -১(এক) কপি।
৪। পাসপোর্ট ও ভিসার সত্যায়িত ফটোকপি -৭(সাত)ফর্দ।
১। মোঃ মামুন আলম
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-০৫০৮২০১০২২৪৩১
সোনালী ব্যাংক, প্রধান প্রধান শাখা
পিরোজপুর ।
মোবাইল নং- ০১৭১২-২৮৪৪০৫ (বিকাশ পার্সোনাল নম্বর)।